

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং-আইন/২০২৬।- জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ১২০ এর উপ-ধারা ২০(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

- ১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।** (১) এই বিধিমালা জেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
- ২। **সংজ্ঞা।** - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-
 - (১) "আইন" অর্থ জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন);
 - (২) "জেলা পরিষদ" অর্থ আইনের অধীন গঠিত জেলা পরিষদ;
 - (৩) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;
 - (৪) জনসংযোগ অর্থ জেলা পরিষদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাত বা পরিচিত হওয়া;
 - (৫) "দেওয়াল" অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরের ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাড়া, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজক, ব্রিজ, কালভার্ট, মেট্রোরেলের পিলার, ফ্লাইওভার (Flyover) -এর পিলার, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
 - (৬) "নির্বাচন" অর্থ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;
 - (৭) "নির্বাচনি এলাকা" অর্থ জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার নির্ধারিত এলাকা;
 - (৮) "নির্বাচন-পূর্ব সময়" অর্থ নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশ তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;
 - (৯) "পোস্টার" অর্থ কাগজ, কাপড়, চট, রেগিন বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অপচনশীল দ্রব্যের মাধ্যমে প্রত্নতকৃত কোন প্রচারপত্র;
 - (১০) "ফেস্টুন" অর্থ কাপড় বা চটের তৈরী ফেস্টুন।
 - (১১) "ব্যানার" অর্থ প্রচার বা এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে কাপড় বা চট দ্বারা কিংবা ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রত্নতকৃত প্রচারপত্র;
 - (১২) "ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো" অর্থ প্রচার বা এরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো ব্যানার বা ফেস্টুন টাঙ্গানো বা কুলানো;
 - (১৩) ভোটার স্লিপ অর্থ প্রার্থীর নাম, ছবি, পদের নাম ও প্রতীক উল্লেখপূর্বক তথ্যপত্র যাহাতে ভোটার তালিকা অনুযায়ী-ভোটার এর ক্রমিক নম্বর লিপিবদ্ধ ও ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত।
 - (১৪) "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;
 - (১৫) "প্রার্থী" অর্থ চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী যে কোন ব্যক্তি।
 - (১৬) "যানবাহন" অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী, চাকায়ুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন বাহন;
 - ১৭) "রাজনৈতিক দল" অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O.No. 155 of 1972) এর Article 2 এর Clause (xix) তে সংজ্ঞায়িত Registered Political Party ;
 - (১৮) "সদস্য" অর্থ জেলা পরিষদের সদস্য এবং চেয়ারম্যান, ও নারী সদস্য ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।
 - (১৯) "অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি" অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চিফ হুইপ, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং
 - (২০) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১) এ সংজ্ঞায়িত সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ;
- ৩। **নির্বাচনি প্রচারণায় সম অধিকার।**- আইন এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সমান অধিকার থাকিবে।
- ৪। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**- কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশো বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে পারিবেন না;
- ৫। **প্রচারণার সময়।**- প্রতীক বসানোর পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।
- ৬। **ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা।**- বিদ্যমান আইন, জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এবং এই বিধিমালার বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করিতে পারিবেন, তবে সেইক্ষেত্রে-

- (ক) প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম, একাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য সনাক্তকরণ তথ্যাদি উক্তরূপে প্রচার-প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল না করে প্রচার করিতে পারিবেন না;
- (খ) প্রচার-প্রচারণাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অসং উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করিতে পারিবেন না;
- (গ) ঘৃণাধক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কাহারো চেহারা বিকৃত করা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বানোয়াট তথ্যসহ কোনো প্রকার ক্ষতিকর কন্টেন্ট (content) তৈরি ও প্রচার করিতে পারিবেন না;
- (ঘ) জাতীয়, ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, লিঙ্গ সম্প্রদায় ভেদে কোনো জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণাধক বক্তব্য, ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক অক্রমণ বা উদ্ভাসনমূলক ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন না;
- (ঙ) নির্বাচনি স্বার্থ হাসিল করিবার জন্য ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার করা হয় এইরূপ কোনো কর্মকাণ্ড করিতে পারিবেন না;
- (চ) প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করিয়া কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্র হনন কিংবা সুনাম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে, সাধারণভাবে বা এডিট (Edit) করিয়া কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা [Artificial Intelligence (AI)] দ্বারা কোনো মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমূলক, বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল ও কুবচিপূর্ণ, এবং, মানহানিকর কোনো কন্টেন্ট (content) তৈরি, প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার করিতে পারিবেন না।
- ৭। **সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলা ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।** - কোন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে-
- (ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলা বা রেন্ট হাউজে অবস্থান করিতে পারিবেন না; এবং
- (খ) পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণার স্থান হিসাবে সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলা, রেন্ট হাউজ, কোন সরকারি কার্যালয় অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যালয় ব্যবহার করিতে পারিবেন না।
- (গ) অন্য কোনো বিধিমালা বা নীতিমালা যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক বাংলা, রেন্টহাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারে অগ্রাধিকার পাইবেন।
- ৮। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।** - কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান জনসংযোগ, পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করিতে পারিবেন না;
- ৯। **লিফলেট, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ফেস্টুন, ব্যানার ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।** - কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্যকোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণায়-
- (ক) কোনো প্রকার পোস্টার ব্যবহার করিতে পারিবেন না;
- (খ) অপচনশীল দ্রব্য (যেমন- রেজিন, পলিথিন, প্রাস্টিক তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এরূপ কোন উপাদানে তৈরি কোন প্রচারণাপত্র, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানার) ব্যবহার করা যাইবে না;
- (গ) নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত কোনো দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে, এবং বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা, অটোরিক্সা, লেপুনা, ট্যাগ, বেবিটেক্সি বা অন্য কোনো যানবাহনে কোনো প্রকার লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন সীটানো বা আটালো পদার্থ দিয়ে লাগাইতে পারিবেন না;
- (ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড টাঙানো যাইবে না, এবং উক্ত ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন, বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;
- (ঙ) ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যতীত নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন সাদা-কালো রঙের হইবে এবং খাড়াভাবে (Vertical) আড়াআড়িভাবে (Horizontal) ব্যানার আয়তনে অনধিক ১০ (দশ) ফুট x ৪ (চার) ফুট, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল আয়তনে অনধিক A4 সাইজের (৮.২৭ ইঞ্চি x ১১.৬৯ ইঞ্চি) এবং ফেস্টুন আয়তনে অনধিক ১৮ ইঞ্চি x ২৪ ইঞ্চি হইবে, এবং ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবে না;
- (চ) কোনো প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা ৬(ছয়) ফুটের অধিক হইবে না;
- (ছ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন ব্যবহার করা যাইবে না;
- (জ) ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ, এবং প্রাস্টিক (পিভিসি) ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না।
- ১০। **ভোটার স্লিপ ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।** - কোন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-
- (ক) কোন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করিতে পারিবেন না;
- (খ) ভোটার স্লিপ ৫ (পাঁচ) ইঞ্চি x ৩ (তিন) ইঞ্চির অধিক আয়তনের হইতে পারিবে না;
- (গ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন কোন ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করিতে পারিবেন না।
- ১১। **প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।** - নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণি ব্যবহার করা যাইবে না।
- ১২। **মিছিল বা শোভাউন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।** -
- (১) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ভাউন করা যাইবে না বা প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক লইয়া মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারিবেন না।
- (২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রকার মিছিল বা কোনরূপ শো-ভাউন করা যাইবে না।
- ১৩। **নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।** -
- (১) চেয়ারম্যান পদে কোন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী তার নির্বাচনি এলাকায় প্রতি থানা/ উপজলার একের অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না;
- (২) সদস্য বা সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য পদে কোন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ১ (এক)টির অধিক ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।
- (৩) নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে না।

(ঘ) কোনো প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীসহ নির্বাচন আয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কোনো কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(ঙ) প্রার্থী বাতীত কোন স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেয়র বা প্রশাসক অথবা কোনো স্থানীয় সরকার পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না;

২৪। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে অংশগ্রহণের উপর বাধা-নিষেধ।- কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইতে পারিবেন না;

(ক) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান বা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকা-
(১) কোন প্রকল্পের অনুমোদন ঘোষণা বা ভিত্তিপত্রের স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করিতে পারিবেন না;
(খ) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা
অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না; এবং
(ঘ) উন্নয়নমূলক কোনো প্রকল্পে অনুমোদন বা ইতিপূর্বে অনুমোদিত কোন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করিতে পারিবেন না।

(ক) বিলবোর্ডের প্রচারণার অংশের আয়তন অনধিক ১৬ (ষোল) ফুট $\times$ ৯ (নয়) ফুট হইতে হইবে;

(খ) কোন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী প্রতি থানা/উপজেলায় একের অধিক বিলবোর্ড স্থাপন করিতে পরিবেন না;

(গ) বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে কোনক্রমেই জনসাধারণের বা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না, এবং পরিবেশের ক্ষতি বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমনভাবে বিলবোর্ড স্থাপন করা যাইবে না।

(২) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত ব্যয়সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

২৮। মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাধা প্রদান নিষেধ।- (১) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটানিং অফিসার বা সহকারি রিটানিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের, কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

২৯। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।**— (১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিগণ, এবং কেবল ভোটারদের প্রবেশাধিকার থাকিবে।
(২) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা কর্মীগণ ভোটা পত্রাদানের উদ্দেশ্যে বাহ্যিক ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ বা ঘুরাঘুরি করিতে পারিবেন না।

৩০। **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা।**— প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

৩২। কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল।—

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রতাক বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালায় কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি, চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাত্ক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৩। **রহিতকরণ ও হোজাজত**।- জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালায় অধীন-

(ক) কৃত কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোন মামলা বা কার্যধারা অনির্ণয় থাকিলে উহা এমনভাবে নির্ণয় হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

[Signature]



